তারিখ ... 12 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বেড়েছে পাস, কমেছে জিপিএ ৫

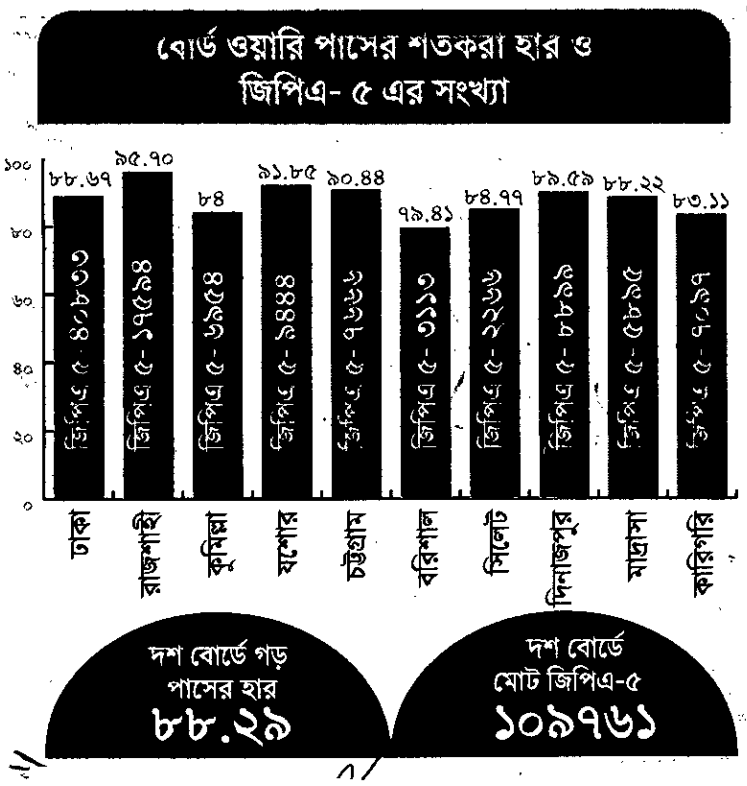

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বোর্ড ওয়ারি পাসের শতকরা হার ও জিপিএ- ৫ এর সংখ্যা

দশ বোর্ডে গড় পাসের হার
৮৮.২৯

দশ বোর্ডে মোট জিপিএ-৫
১০৯৭৬১

■ নিজামুল হক

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কিছুটা বাড়লেও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসায় সার্বিকভাবে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা কমেছে। তবে সার্বিক ফলে সন্তুষ্ট শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানরা।

গতকাল বুধবার সারাদেশে একযোগে ফল প্রকাশিত হয়। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গতবছর এ হার ছিল ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। ২০১৪ এ হার ছিল ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ২০১৩ সালে ছিল ৮৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ এর সংখ্যাও গতবারের চেয়ে কমেছে। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন, গতবছর ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১ জন। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬ জন।

গতবছর মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ২০ শতাংশ, এবার পাসের হার ৮৮ দশমিক ২২ শতাংশ। এবার কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক শূন্য ১১ শতাংশ, গতবছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ । গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ষোড়শ বছরে এবার সেরা দশের স্কুলের তালিকা করা হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে তার সম্মেলন কক্ষে এসএসসির ফল ঘোষণা করেন। এর আগে সকালে তিনি গণভবনে পরীক্ষার ফলাফলের কপি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

ফল প্রকাশের সময় সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ফলাফলে অসন্তুষ্ট নই, কিন্তু আমরা আরো ভালো চাই। আমাদের ছেলেমেয়েরা যত ভালো করবে আমরা ততই উৎসাহিত হব। আমি অসন্তুষ্ট এ কথা মোটেই বলব না। পরীক্ষায় যারা পাস করতে পারেনি তাদের হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় পাস-ফেল করা অনেক সময়-নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে তারা ভালো প্রস্তুতি নিয়ে ভালো ফল করবে। আমরা খুশি আছি কিন্তু আমরা অনেক বেশি খুশি হতে চাই। সবাই যেন ভালো করতে পারে সেই চেষ্টাই আমরা করে যাচ্ছি। ফল বিশ্লেষণ করে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

এসএসসির ফল নিয়ে আরো খবর ও ছবি পৃষ্ঠা ২০, ১৬ ও ৩

বেড়েছে পাস, কমেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখা হবে ও মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবারের মতো এবারো শহরের স্কুলগুলোর ভালো ও ঈর্ষণীয় ফলাফল অব্যাহত রয়েছে। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভালো ফল করা স্কুলগুলোতে বাঁধ ভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। স্কুলে স্কুলে বাদ্য বাজিয়ে, হৈ-হুল্লোড় করে, হাতে হাত রেখে নেচে-গেয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা। সকাল থেকেই শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা কাঙ্ক্ষিত ফলের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেলা দুইটায় স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয় ফলাফল। এরপরই শিক্ষার্থীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফল জানার জন্য।

কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পেরে অনেকের চোখেই আনন্দ অশ্রু দেখা যায়। আবার প্রত্যাশিত ফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বেলা দুইটা থেকে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল জানতে পারে।

জিপিএতে ঢাকা, পাসে রাজশাহী বোর্ড : ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসএসসি পরীক্ষার ফলে পাসের হারে গত বছরের মতো এবারও শীর্ষে অবস্থান করছে রাজশাহী বোর্ড। অপর দিকে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে সেরা ঢাকা বোর্ড।

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৯৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। এ বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৯৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এবার এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯৪ জন।

কুমিল্লায় পাস করে ৮৪ শতাংশ ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৯৫৪ জন, যশোরে পাস ৯১ দশমিক ৮৫ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ হাজার ৪৪৪ জন, চট্টগ্রামে ৯০ দশমিক ৪৪ শতাংশ পাস, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ৬৬৬ জন, বরিশালে পাস করেছে ৭৯ দশমিক ৪১ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ১১৩ জন, সিলেটে পাসের হার ৮৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ২৬৬ জন, দিনাজপুরে পাসের হার ৮৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৮৯৯ জন।

মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ২২ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৮৯৫ জন, কারিগরিতে পাসের হার ৮৩ দশমিক ১১ শতাংশ ও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ৯৭ জন।

মোট পরীক্ষার্থী ১৬ লাখ ৪৫ হাজার : এ বছর ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ২০১ জন। পাস করে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। এর মধ্যে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৭৯৭ জন ছাত্র, এবং ৭ লাখ ১০ হাজার ৮০৮ জন ছাত্রী। এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৩ লাখ ২৮৪ জন। এর মধ্যে পাস করে ১১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৬৩ জন।

এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ৪ হাজার ৭৩৪টি। গতবার এ সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৯৫টি। এবং শূন্য ভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ৫৩টি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪৭।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড : এবার ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪ লাখ ১০ হাজার ৮১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৬৪ হাজার ২৪৮ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৮ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৮৪ হাজার ১৯০ জন ছাত্রী।

রাজশাহী বোর্ড : এ বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৫২ হাজার ৫৬ জন। উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫১৮ জন। এর মধ্যে ৭৬ হাজার ৮৯ জন ছাত্র এবং ৬৯ হাজার ৪২৯ জন ছাত্রী।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ৬০ হাজার ৫১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮৩৩ জন। এর মধ্যে ৬২ হাজার ৭৭৭ জন ছাত্র এবং ৭২ হাজার ৫৬ জন ছাত্রী।

যশোর বোর্ড : যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৯৯৪ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৬৯ হাজার ২১৭ জন ছাত্র এবং ৬৬ হাজার ৭৭৭ জন ছাত্রী।

চট্টগ্রাম বোর্ড : এ বোর্ডে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ২ হাজার ২৬১ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৪৭ হাজার ৪৩২ জন ছাত্র এবং ৫৪ হাজার ৮২৯ জন ছাত্রী।

বরিশাল বোর্ড : এ বোর্ডে ৮১ হাজার ৭২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৪ হাজার ৯০২ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৩২ হাজার ৪৭২ জন ছাত্র এবং ৩২ হাজার ৪৩০ জন ছাত্রী।

সিলেট বোর্ড : এ বোর্ডে ৮৪ হাজার ৪৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ হাজার ৫৮৬ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৩২ হাজার ৩১৮ জন ছাত্র এবং ৩৯ হাজার ২৬৮ জন ছাত্রী।

দিনাজপুর বোর্ড : এ বোর্ডে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার ২১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৬৮ হাজার ৯২৩ জন ছাত্র এবং ৬৫ হাজার ৯৮ জন ছাত্রী।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড : এবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৬ জন পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয় ২ লাখ ১৭ হাজার ৩১৪ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ১২ হাজার ২৩২ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৫ হাজার ৮২ জন ছাত্রী।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড : এ বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯৮ হাজার ৫৮১ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮১ হাজার ৯২৮ জন উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে ৬০ হাজার ২৭৯ জন ছাত্র এবং ২১ হাজার ৬৪৯ জন ছাত্রী।

২০০৯ সালে পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। পরের বছর তা বেড়ে হয় ৭৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এরপর ২০১১ সালে ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ, ২০১২ সালে ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ৮৯ দশমিক ০৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করে। ২০১৪ সালে ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।